দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 3 ।।।। 2003
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

ঢাবিতে চরম শিক্ষক সঙ্কট
৪শ' পদ দীর্ঘদিন শূন্য

মোশতাক আহমেদ ॥ দেশের প্রধান বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম শিক্ষক সঙ্কট চলছে । বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত সাড়ে পনেরো শ' শিক্ষক পদের মধ্যে প্রায় ৪শ' শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে । একদিকে শিক্ষক সঙ্কট অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়কে ফাঁকি দিয়ে শিক্ষকদের একটি বড় অংশ বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পার্টটাইম বা পূর্ণকালীন কাজ করার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে । কর্তৃপক্ষ বলছে, আর্থিক সংকটসহ নানা কারণে শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ করা যাচ্ছে না ।

গত ৩০ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে কর্তৃপক্ষের দেয়া তথ্যানুসারে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ এবং ইনস্টিটিউটসমূহে বর্তমানে ১৫শ' ৪৫টি শিক্ষকের (অধ্যাপক থেকে খণ্ডকালীন) পদ রয়েছে । কিন্তু বর্তমানে শিক্ষক রয়েছেন ১১শ' ৬০ জন । অর্থাৎ ১৫শ' ৪৫ অনুমোদিত শিক্ষকের ৩শ' ৮৫ পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে । বর্তমানে ১১শ' ৬০ শিক্ষকের মধ্যে আবার প্রায় দেড় শতাধিক শিক্ষক শিক্ষা ছুটি নিয়ে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন । বর্তমানে যে কয়জন শিক্ষক রয়েছেন তা দিয়ে ২৯ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে । তাছাড়া শিক্ষকদের একটি বিরাট অংশ বিশ্ববিদ্যালয়কে ফাঁকি দিয়ে বাইরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ বা খণ্ডকালীন অবস্থায় কর্মরত আছেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ফেলে তাঁরা বাইরের প্রতিষ্ঠানে বেশি সময় দিচ্ছেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী কোন শিক্ষক যদি বাইরের প্রতিষ্ঠানে কনসালটেন্সি বা অন্য কোন কাজ করেন তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্যই অনুমতি নিতে হয় । কেবল অনুমতিই নয়, বাইরের প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত আয়ের শতকরা ১০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে জমা দিতে হয় । কিন্তু টাকা জমা দেয়া তো দূরের কথা, বাইরের প্রতিষ্ঠানে কাজ করার জন্য তাঁরা অনুমতি নিচ্ছেন না । বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান গত ৩০ জুন সিনেট অধিবেশনে তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বাইরে কর্মরত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক তাঁদের আয়ের ১০ ভাগ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে জমা দিচ্ছেন না । এমনকি বাইরে কাজ করার জন্য অনুমতি পর্যন্ত নিচ্ছেন না । এ ব্যাপারে তিনি যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলেন ।

এদিকে শূন্য পদের ব্যাপারে কি করা যায় এ নিয়েও কর্তৃপক্ষ চিন্তাভাবনা করছে ।

কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে বর্তমানে অধ্যাপকের অনুমোদিত ৫শ' ৬৬ পদ থাকলেও কর্মরত আছেন ৪শ' ৯০ জন । সহযোগী অধ্যাপকের পদ রয়েছে ২শ' ৮১, কিন্তু কর্মরত রয়েছেন ২শ' ২৫ জন । সহকারী অধ্যাপকের ৩শ' ৫৬ পদ থাকলেও কর্মরত আছেন ২শ ৩৯ । প্রভাষকের ২শ' ৫৪ পদের মধ্যে বর্তমানে রয়েছেন ১শ৪৪ এবং খণ্ডকালীন ৮৮ পদের মধ্যে কর্মরত আছেন ৮২ জন ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট সংখ্যক শিক্ষকের পদ শূন্য এবং শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানে অনীহার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে ।